Political Science (Honours.)

Second Semester

Paper C3T : Political Theory – concepts and debates.

Section –A

Importance of Freedom.

By- **Shyamashree Roy , Assistant Professor of Political Science**.

বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, **আজাদী** বা **স্বাধীনতা** হলো এক জনের যেমন ইচ্ছা তেমন করার ক্ষমতা। আধুনিক রাজনীতিতে, স্বাধীনতা হলো সমাজের অভ্যন্তরে কারো জীবনযাপন, আচরণ বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর কর্তৃত্বের দ্বারা চাপানো নিপীড়নীয় বিধিনিষেধ থেকে সত্বার মুক্ত বা আজাদী অবস্থা। দর্শনশাস্ত্রে, স্বাধীনতা নির্ধারণবাদের বিপরীতে স্বাধীন ইচ্ছার সাথে জড়িত। ধর্মতত্ত্ব অনুসারে স্বাধীনতা হলো "পাপ, আধ্যাত্মিক বশ্যতা, [বা] পার্থিব বন্ধন" এর প্রভাব থেকে মুক্তি।

আদিকাল থেকে দার্শনিকরা আজাদীর প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেছেন। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০ খ্রিষ্টাব্দ) লিখেছেন:

এমন একটি বিধিবদ্ধ সমাজ যেখানে সকলের জন্য সমান আইন রয়েছে, যে বিধিবদ্ধ সমাজে সমান অধিকার এবং বাকস্বাধীনতার সমতা প্রচলিত এবং একটি রাজতান্ত্রিক সরকারের ধারণা যেখানে চালিত সবার সমস্ত স্বাধীনতাকে সর্বাধিক সম্মান করা হয়।

টমাস হব্‌স (১৫৮৮–১৬৭৯) এর মতে:

একজন মুক্ত মানুষ হচ্ছে সে যে তার শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যা করতে সক্ষম হয় সেগুলি করে এবং তার যা করার ইচ্ছা আছে তা তাকে করতে বাধা দেয়া হয় না।

— *লেভিয়াথন, দ্বিতীয় অংশ, অধ্যায় XXI.*

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) তার লিখিত *আজাদী প্রসঙ্গে* বইয়ে সর্বপ্রথম আজাদীকে স্বীকৃতি দেন কাজ করার স্বাধীনতা এবং বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতি হিসাবে।

উদারনীতিবাদ

উদারনীতিবাদ বা **উদারপন্থী মতবাদ** (ইংরেজি: Liberalism)) সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট একধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন। এ দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করে উদারতাবাদকে অনেক বিস্তৃত আকার দেওয়া হয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, জনগণের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মুক্তবাণিজ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব ঘটেছে এ দর্শনের উপর ভিত্তি করে I উদারতাবাদের ইংরেজি Liberalism উদ্ভব হয়েছে লাতিন শব্দ *liberalis* থেকে।

উদারনীতিবাদের সাধারণ অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় কতৃত্ববাদ এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব হাউসের মতে উদারনীতিবাদ হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা জীবনের কণ্ঠস্বর তাদের চিন্তা

বিকাশ-এ বিকশিত হয়।উদারনীতিবাদের প্রধান ও প্রতিপাদই হলো স্বাধীনতা। উদারনীতি এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করা ও এর উন্নতিসাধন করাকে রাজনীতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদারপন্থীরা বিশ্বাস করেন ব্যক্তিবিশেষকে অন্যদের সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তারা এও বিশ্বাস করেন যে সরকার নিজেও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য হুমকি হতে পারে। মার্কিন বিপ্লবী লেখক টমাস পেইন ১৭৭৬ সালে লিখেছিলেন যে সরকার এক ধরনের "প্রয়োজনীয় মন্দলোক"। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও জীবন সুরক্ষার জন্য আইন, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশের দরকার আছে, কিন্তু এগুলির দমনমূলক ক্ষমতা ব্যক্তির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। সুতরাং সমস্যা হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে কিন্তু একই সাথে সেই ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয়, সেটিও প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকবে।

রাজনৈতিক দর্শনের একটি বিশেষ মতবাদ হিসেবে উদারতাবাদের বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশি হলেও এর উৎস মূল ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলনে ব্যক্তিকে তার স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রয়াস চালানো হয় তার পরোক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে উদারতাবাদের জন্ম হয়। উদারতাবাদ তার বিকাশপথে প্রথমে একটি নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে, এবং পরে একটি ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে এটি যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রগতি ও মুক্তির পথে সৃষ্ট বাধাসমূহকে দূর করার কাজে নিয়োজিত হয় এবং ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে মানুষের মধ্যে যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা প্রোথিত রয়েছে তার সার্থক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানুষকে তার স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হয়। উদারতাবাদ যদিও মূলত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, তবু তা শুধুমাত্র রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও সম্প্রসারিত হয়েছে। জন হলওয়েলের মতে, *উদারতাবাদ নিছক একটি চিন্তাধারা নয়, এটি একটি জীবনদর্শনও বটে। জীবনদর্শন হিসেবে তা মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাসমূহকে প্রতিফলত করে।*

ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে উদারতাবাদ রোমান ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ক্যালভিনপন্থীদের, ফরাসী হুগুয়েনটদের ও অন্যান্য প্রটোস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধকালে উদারতাবাদ ব্রিটিশ নন-কনফর্মিস্ট আন্দলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশেষাধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়। মোট কথা, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উদারতাবাদ শুধু যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তাই নয়, চার্চের প্রভাব থেকে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত করার প্রয়াসেও লিপ্ত হয়।

বাকস্বাধীনতা হচ্ছে স্বতন্ত্র্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের; নির্ভয়ে, বিনা প্রহরতায় বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা, অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যতা ব্যতিরেকে নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সমর্থিত মুলনীতি। "মত প্রকাশের স্বাধীনতা" (freedom of expression) শব্দপুঞ্জটিকেও কখনও কখনও বাকস্বাধীনতার স্থলে ব্যবহার করা হয়, তবে এক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতার সাথে মাধ্যম নির্বিশেষে তথ্য বা ধারণার অন্বেষণ, গ্রহণ এবং প্রদান সম্পর্কিত যেকোন কার্যের অধিকারকেও বুঝিয়ে থাকে।

স্বাধীন অভিব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতার উৎপত্তি

স্বাধীন অভিব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতার একটি দীর্ঘ পুরাতন ইতিহাস আছে; সে ইতিহাসের পালাবদলে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল। এটি অনুমান করা হয় যে ৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্বের শেষে বা ৫ম খৃষ্টপূর্বের প্রথমার্ধে প্রাচীন এথেনের গনতান্ত্রিক মতবাদে বাক স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটেছিল। প্রজাতন্ত্রী রোমানের মূল্যবোধে বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পূর্বের মানবাধিকার দলিলপত্রে মানবাধিকারের ধারণা পাওয়া গিয়েছিল।ইংল্যান্ডের সংসদে ১৬৮৯ বিলে সাংবিধানিকভাবে বাকস্বাধীনতাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; যার প্রভাব সমাজে এখনো

বিদ্যমান। ১৭৮৯ তে ফরাসি বিপ্লবের সময় নাগরিকের অধিকার মূলক আইন বলবৎ করা হয়; যেখানে বাক স্বাধীনতাকে অনিবার্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।সেই ঘোষণায় ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়:

নিজের চিন্তাভাবনা ও মতামতকে মুক্তভাবে বিনিময় করা; নাগরিকের মূল্যবান অধিকার। প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনতা অনুযায়ী বলতে, লিখতে এবং তথ্য প্রকাশ করতে পারে কিন্তু সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে তার জন্য সে দায়ী থাকবে, আর এই অপব্যবহার আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত থাকবে।

১৯৪৮ সালে মানবাধিকার সনদে ১৯ নং অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। যেখানে বলা হয়েছেঃ

প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের মতামত এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করার। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিজের স্বাধীনচেতায় কোনো বাধা ব্যতীত অটল থাকা; পুরো বিশ্বের যে কোনো মাধ্যম থেকে যে কোনো তথ্য অর্জন করা বা অন্য কোথাও সে তথ্য বা চিন্তা জ্ঞাপন করার অধিকার।

বর্তমানে বাকস্বাধীনতা ও মতের স্বাধীন প্রকাশকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মানবাধিকার বলে অভিহিত করা হয়।আন্তর্জাতিক বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্মেলনের ১৯ নং অনুচ্ছেদ, ইউরোপীয় মানবাধিকার সম্মেলনের ১০ নং অনুচ্ছেদ,মার্কিন মানবাধিকার সম্মেলনের ১৩ নং অনুচ্ছেদ এবং আফ্রিকান জন ও মানবাধিকারের ৯ নং অনুচ্ছেদে এই অধিকারকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জন মিল্টনের যুক্তির উপর ভিত্তি করে বলা যায়; এটা একটি বহুমুখী অধিকার। যেখানে শুধুমাত্র চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়াটাই মুখ্য নয়। তথাপি এ সংক্রান্ত তিনটি স্বতন্ত্র্য বিষয় আছে, যা নিম্নরূপ:

1. তথ্য এবং ধারণা অন্বেষণ করার অধিকার
2. তথ্য এবং ধারণা পাওয়ার অধিকার
3. তথ্য এবং ধারণাকে ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার

আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় মানদন্ডে এই বাকস্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেকোনো মাধ্যম, মৌখিক, লিখিত, প্রকাশনা, ইন্টারনেট দ্বারা অথবা চিত্রকলার মাধ্যমে এই অভিব্যক্তির স্বাধীন প্রকাশ করা যেতে পারে।

ইন্টারনেট প্রহরতা

গণতন্ত্র এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া

গণতন্ত্রে মুক্তবাক একটি মৌলিক নীতি। অভিব্যক্তির স্বাধীনতার মূলনীতি এতটাই গভীর যে, এমনকি ইমার্জেন্সি সময় ও বিতর্ক পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত নয়। মুক্তবাক এবং [[democracy|গণতন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন আলেক্সাণ্ডার মেইকলেজন। তিনি বলেছেন গণতন্ত্রের যে ধারণা তা হলোঃ জনগণের দ্বারা স্ব নিয়ন্ত্রিত সরকার থাকবে। প্রজ্ঞার কাজটি হলোঃ মুক্ত তথ্য এবং ধারণার বিস্তারে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা

(আরো পরিচিত **রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন** অথবা **রাজনৈতিক সংস্থা**) ইতিহাসের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং গণতান্ত্রিক সমাজগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য[1]– রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বর্ণনা করা হয়েছিল নিপীড়ন–বা জবরদস্তি থেকে মুক্তি,–কোনও ব্যক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থার অনুপস্থিতি এবং সক্রিয় অবস্থার পরিপূর্ণতা–বা বাধ্যবাধকতা জীবন অবস্থার অনুপস্থিতি উদাহরণস্বরূপ একটি সমাজে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা।–যদিও

রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রায়শই নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যায় বহিরাগত বাধা থেকে নিষেধাজ্ঞার স্বাধীনতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়,-এটি অধিকারের ইতিবাচক অনুশীলন, সক্ষমতা এবং কর্মের জন্য ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা এবং সামাজিক বা গোষ্ঠী অধিকারের অনুশীলন হিসাবেও উল্লেখ হতে পারে।[৭] রাজনৈতিক কর্ম বা বক্তৃতা সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির ধারণাটিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (উদাহরণস্বরূপ: সামাজিক সাদৃশ্য, দৃঢ়তা, বা অমানুষিক আচরণ)।রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণাটি নাগরিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার ধারণার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, যেগুলি গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে সাধারণত রাষ্ট্র থেকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়।

অভিমত

রাজনৈতিক অঙ্গনে বরাবর বিভিন্ন দল স্বাভাবিকভাবে পৃথক যার উপর তারা বিশ্বাস করে যে তারা সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গঠন করে।

বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শন সাধারণত ইতিবাচক স্বাধীনতার সাথে স্বাধীনতার ধারণাকে, বা একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব জীবন নির্ধারণ করতে বা তাদের নিজস্ব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম করে তোলে। এই অর্থে, স্বাধীনতায় দারিদ্রতা, অনাহার, চিকিত্সাযোগ্য রোগ এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, পাশাপাশি জোর ও জবরদস্তি থেকে মুক্তিও থাকতে পারে, যেটি একটি ইস্যু হয়ে উঠতে পারে।

ধ্রুপদী উদারপন্থী ফ্রিডরিচ হায়েক এটিকে স্বাধীনতার ভ্রান্ত ধারণা বলে সমালোচনা করেছেন:

[T]he use of "liberty" to describe the physical "ability to do what I want", the power to satisfy our wishes, or the extent of the choice of alternatives open to us [...] has been deliberately fostered as part of the socialist argument[.] [T]he notion of collective power over circumstances has been substituted for that of individual liberty.

নৈরাজ্যবাদী-সমাজবাদীরা নেতিবাচক এবং ইতিবাচক স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার পরিপূরক ধারণা হিসাবে দেখেন। অধিকারের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উপযোগবাদী বিনিময় প্রথার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন কম জাতিগত বৈষম্য বা আবাসনের জন্য আরও বেশি ভর্তুকির জন্য নিজের শ্রমের উত্পাদন বা সমিতির স্বাধীনতার পণ্যের অধিকার ত্যাগ করা। সামাজিক নৈরাজ্যবাদীরা পুঁজিবাদ দ্বারা অনুমোদিত নেতিবাচক স্বাধীনতা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে "স্বার্থপর স্বাধীনতা" হিসাবে বর্ণনা করে।

নৈরাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা নেতিবাচক অধিকারকে একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন। অ্যান রান্ড এটিকে "একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোনও ব্যক্তির কর্মের স্বাধীনতা নির্ধারণ এবং মঞ্জুরি দেওয়ার নৈতিক নীতি" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের উদারপন্থীদের কাছে ইতিবাচক স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী, কারণ তথাকথিত অধিকারগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে লেনদেন করা উচিত, বৈধ অধিকারকে ঘৃণা করতে হবে যা সংজ্ঞায়িত অন্যান্য নৈতিক বিবেচনার দ্বারা। যে কোনও তথাকথিত অধিকার যা জনগণের দ্বারা উত্পাদিত শেষ ফলাফলের জন্য আহ্বান করে তা কার্যত অন্যকে দাসত্ব করার এক পূর্বনির্ধারিত অধিকার। (উদাহরনস্বরুপ: আবাসন, শিক্ষা, চিকিত্সা পরিষেবা এবং অন্যান্য)

কিছু উল্লেখযোগ্য দার্শনিক, যেমন আলাসডায়ার ম্যাকআইন্টির, অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সামাজিক আন্তঃনির্ভরতার দিক থেকে স্বাধীনতাকে অনুমান করেছেন।

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান তাঁর *পুঁজিবাদ এবং স্বাধীনতা* বইয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নামে দুই ধরনের স্বাধীনতা রয়েছে। ফ্রিডম্যান জোর দিয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা হতে পারে না। এই ধারণাটির আপত্তি করেছিলেন রবিন হানেল তাঁর "বাজার কেন গণতন্ত্রকে পরাভূত করে" নিবন্ধে। হানেল ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বোঝার সাথের সমস্যাগুলির একটি সেট নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ যখনই কেউ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহার করে প্রকৃতপক্ষে অন্যের স্বাধীনতার লঙ্ঘন হবে এবং যদি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত সম্পত্তি অধিকার ব্যবস্থা থাকে তবে এই ধরনের লঙ্ঘন এড়ানো সম্ভব— যা ফ্রেডম্যান সরাসরি সরবরাহ বা সরাসরি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন।

রাজনৈতিক দার্শনিক নিকোলাস কমপ্রিডিসের মতে, আধুনিক যুগে স্বাধীনতার সন্ধানকে বিস্তৃতভাবে দুটি প্রেরণাদায়ক আদর্শে বিভক্ত করা যেতে পারে, স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা হিসাবে স্বাধীনতা এবং সহযোগিতামূলকভাবে একটি নতুন সূচনা শুরু করার ক্ষমতা হিসাবে স্বাধীনতা।[১৪]

রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধিতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কের শর্তে বা কর্মের উপর পদক্ষেপের ক্ষমতাতেও তাত্ত্বিক রূপ দেওয়া হয়েছে, মিশেল ফুকো কর্তৃক।কর্নেলিয়াস কাস্টোরিয়াদিস, আন্তোনিও গ্রামশি, হারবার্ট মার্কুস, জ্যাক রেঞ্চি এবং থিওডোর অ্যাডর্নো দ্বারা এটি নির্দিষ্ট ধরনের শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সাথেও নিবিড়ভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

পরিবেশবিদরা প্রায়শই যুক্তি দেখান যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার ব্যবহারে কিছুটা বাধা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, দূষন বা বন উজাড় করার স্বাধীনতা হিসাবে এ জাতীয় কোনও কার্যক্রম নেতিবাচক বাহ্যিকতা তৈরি করে, যা দূষণের মুখোমুখি না হওয়ার জন্য অন্যান্য দলের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে। এসইউভি, গল্ফ এবং শহুরে বিস্তৃতির জনপ্রিয়তা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে স্বাধীনতা এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের কিছু ধারণাগুলির সংঘর্ষে হতে পারে। এটি বিজ্ঞাপন প্রচারে প্রতিফলিত মারাত্মক দ্বন্দ্ব এবং মূল্যবোধগুলির সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়, উদাহরণস্বরূপ পেটা সম্পর্কিত ফার।

জন ডালবার্গ-অ্যাক্টন বলেছেন: "সর্বাধিক নির্দিষ্ট পরীক্ষা যার মাধ্যমে আমরা বিচার করি যে কোনও দেশ সত্যই মুক্ত কিনা তা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের দ্বারা উপভোগ করা নিরাপত্তার পরিমাণ"।

জেরাল্ড সি. ম্যাককালাম জুনিয়র ইতিবাচক এবং নেতিবাচক স্বাধীনতার মধ্যে একটি সমঝোতার কথা বলেছিলেন, এই বলে যে একজন প্রতিনিধির নিজের উপর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। এটি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ এটি সম্পর্কে তিনটি বিষয় হল, যথা প্রতিনিধি, তাদের যে বাধাগুলি থেকে মুক্ত হওয়া দরকার এবং যে লক্ষ্যটি তারা কামনা করে।

ইতিহাস

হান্না আরেন্ট প্রাচীন গ্রিস রাজনীতির সাথে স্বাধীনতার ধারণাগত উত্সকে চিহ্নিত করেছিলেন।[১] তার গবেষণা অনুসারে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে স্বাধীনতার ধারণাটি ঐতিহাসিকভাবে অবিচ্ছেদ্য ছিল। রাজনীতি কেবল তাদের দ্বারা চর্চা করা যেতে পারে যারা জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়েছিল যাতে তারা রাজনৈতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারে। আরেন্ট মতে, স্বাধীনতার ধারণাটি খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীর আশেপাশে ইচ্ছার স্বাধীনতা বা অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার খ্রিস্টান ধারণার সাথে জড়িত হয়ে ওঠে এবং তখন থেকে রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে একধরনের স্বাধীনতাকে অবহেলা করা হয়েছে যদিও তিনি বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা হল "রাজনীতির উদ্দেশ্য"।[১৮]

আরেন্ট বলেছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঐতিহাসিকভাবে সার্বভৌমত্ব বা ইচ্ছাশক্তির বিরোধী কারণ প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে স্বাধীনতার ধারণাটি কার্য সম্পাদন থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল এবং ইচ্ছা ও স্ব-এর মধ্যে বিরোধ হিসাবে উত্থাপিত হয়নি। একইভাবে, রাজনীতি থেকে মুক্তি হিসাবে স্বাধীনতার ধারণাটি আধুনিক যুগে বিকশিত হয়েছিল। এটি "নতুন করে শুরু করার" ক্ষমতা হিসাবে স্বাধীনতার ধারণার বিরোধী, যা আরেন্ট জন্মগতভাবে জন্মের মানবিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসাবে, বা আমাদের প্রকৃতিটিকে "নতুন সূচনা এবং অত:পর নতুনদের" হিসাবে দেখেন।[১৯]

আরেন্টের দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক পদক্ষেপটি প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক, স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াটির একটি বাধা। নতুনভাবে আরম্ভ করার স্বাধীনতা হল *এমন কিছু বলার স্বাধীনতা যা আগে ছিল না, যা দেওয়া হয়নি, এমনকি জ্ঞান বা কল্পনার বস্তু হিসাবেও নয়, এবং সুতরাং যা কঠোরভাবে বলতে গেলে, জানা যায়নি*।

সীমাবদ্ধতাসমূহ

আইনগত ব্যবস্থাগুলো কখনও কখনও বাকস্বাধীনতার নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে, বিশেষ করে যখন বাকস্বাধীনতা অন্যান্য স্বাধীনতাগুলোর সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, যেমন মর্যাদাহানি, কুৎসা রটানো, পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা,

আক্রমণাত্মক শব্দ এবং মেধাসম্পদের বেলায় বাকস্বাধীনতার সাথে অন্যান্য স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। "অপকার নীতি" বা "অবমাননা নীতির" সাহায্যে বাকস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়। বাকস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা আইনগত অনুমোদন বা সামাজিক নিষেধাজ্ঞা বা উভয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে।[৭] নির্দিষ্ট কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান বাকস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য নীতিমালা কার্যকর করতে পারে, যেমন স্টেট স্কুলের স্পিচ কোড।

জন স্টুয়ার্ট মিল তার *অন লিবার্টি* (১৮৫৯) গ্রন্থে লেখেন, "... নৈতিক নিয়মের বিষয় হিসেবে কোন কিছু স্বীকার করতে বা আলোচনা করতে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তাকে যতই কোন মতবাদ অনুসারে অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হোক না কেন।"[৭] মিল যুক্তি দেন, প্রকাশের পূর্ণ অধিকার দরকার বক্তব্যকে তাদের সামাজিক বিব্রতকর অবস্থা নয়, বরং যৌক্তিকতার সীমায় নিয়ে আসার জন্য। যাইহোক, মিল অপকার নীতি (Harm principle) সম্পর্কেও আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন, যা স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে। তিনি বলেন, "একটি সভ্য সমাজে কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তার উপর তখনই ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করা যায়, যখন তা অন্য কোন ব্যক্তির উপর সংঘটিত অপকারকে বাঁধা দেয়ার জন্য করা হয়।"[৭]

১৯৮৫ সালে জোয়েল ফাইনবার্গ আরেকটি শব্দের সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন, যার নাম হল "অবমাননা নীতি" (offense principle)। তিনি যুক্তি দেন, মিলের অপকার নীতি অন্য ব্যক্তির অনিষ্টকর কার্য থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারে না। ফাইনবার্গ লেখেন, "কোন প্রস্তাবিত অপরাধের শাস্তিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এটা সবসময়ই একটি উত্তম কারণ যে, সেই শাস্তির ফলে কার্যনির্বাহী অপরাধী তার নিজেকে ছাড়া ভিন্ন কোন ব্যক্তির কোন গুরুতর অনিষ্ট (offense) (কেবল আহত করা বা অপকার করা নয়) করতে পারবে না।"[২১] ফাইনবার্গ বলেন, কিছু ধরনের মত প্রকাশ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় যেগুলো খুবই অবমাননাকর হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে অবমাননা করা, কারও অপকার করার চেয়ে কম গুরুতর বলে অপকার করার শাস্তি বেশি হওয়া উচিৎ।[২১] অন্যদিকে মিল অপকার নীতির ভিত্তিতে না হওয়া আইনগত শাস্তিকে সমর্থন করেন না।[৭] যেহেতু অবুমাননার মাত্রা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়, বা কোন ব্যক্তি তার অন্যায্য কুসংস্কারের কারণে কোন মত প্রকাশকে অবমাননা বলে মনে করতে পারেন, তাই ফাইনবার্গ অবমাননা নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করেন, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বক্তব্যের পরিমাণ, সময়কাল এবং সামাজিক মূল্য, কতটা সহজে বক্তব্যটিকে এড়িয়ে চলা যায়, বক্তব্যপ্রদানকারীর উদ্দেশ্য, অবমানিত ব্যক্তির সংখ্যা, অবমাননার মাত্রা এবং বৃহৎ পরিসরে সমাজের সাধারণ স্বার্থ।[৭]

জ্যাসপার ডুমেন বলেন, অপকারকে প্রতিটি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা উচিৎ, একে কেবলমাত্র শারীরিক অপকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নয়, যেহেতু অ-শারীরিক অপকারও জড়িত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি ফাইনবার্গের দেয়া অপকার ও অবমাননার পার্থক্যকে সমালোচনা করেন।[২২]

১৯৯৯ সালে বার্নার্ড হারকোর্ট লেখেন, "আজ অপকার সম্পর্কিত বিতর্ককে কোনরকম সমাধানের উদ্দেশ্য ছাড়া একরকম উদ্দেশ্যহীন হট্টগোল বলেই মনে হচ্ছে। এই বিতর্কের গঠনে অপকার সম্পর্কিত পরস্পর প্রতিযোগিতাপূর্ণ দাবীগুলোর মাঝে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসল অপকার নীতিতে কখনই অপকারগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বর্ণনা করা হয় নি।"[২৩]

বাকস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতায় অপকার নীতি ও অবমাননা নীতির ব্যাখ্যা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন হয়ে এসেছে। যেমন রাশিয়ায় অপকার ও অবমাননা নীতিকে এলজিবিটি সম্পর্কিত মত প্রকাশ ও আন্দোলনগুলোকে বন্ধ করার জন্য রাশ্যান এলজিবিটি প্রোপাগান্ডা আইন এর ন্যায্যতা প্রতিবাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যেখানে সেই সব রাষ্ট্রে বাকস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ব করা হয়, সেখানেও হলোকাস্ট ডিনায়াল জাতীয় মত প্রকাশ করা (যেখানে বলা হয় ইহুদিহত্যা নাজি জার্মানির উদ্দেশ্য ছিলনা ইত্যাদি) নিষিদ্ধ। এইসব দেশের মধ্যে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেক রিপাবলিক, ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইজরায়েল, লিকটেনস্টাইন, লিথুনিয়া, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া এবং সুইজারল্যান্ড।[২৪]

ড্যানিশ কার্টুনিস্ট কার্ট ওয়েস্টারগার্ড ইসলামের নবী মুহম্মদকে নিয়ে একটি বিতর্কিত কার্টুন তৈরি করেছিলেন যেখানে নবীর পাগড়িতে একটি বোম্ব রাখা ছিল। এটি সারা দুনিয়ায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[২৫]

রাজনৈতিক বিজ্ঞানের প্রফেসর এবং লেখক নরমান ফিংকেনস্টাইন তার নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, মুহম্মদকে নিয়ে শার্লে হেবদোর মর্যাদাহানিকর কার্টুনগুলো বাকস্বাধীনতার সীমাকে অতিক্রম করেছে, আর তিনি সেই কার্টুনগুলোকে জুলিয়াস স্ট্রেইচারের কার্টুনগুলোর সাথে তুলনা করেন, যাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার লেখা ও আঁকা প্রকাশের জন্য ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ২০০৬ সালে ফরাসী রাষ্ট্রপতি জ্যাক শিরাক শার্লে হেবদোর সেই প্রকাশনাটির দ্বারা এভাবে প্রকাশ্য উত্তেজনা সৃষ্টির নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "যাকিছু কোন ব্যক্তির বিশ্বাস, বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করবে সেগুলোকে পরিহার করা উচিৎ"।

ইন্টারনেট এবং ইনফরমেশন সমাজ

ইন্ডেক্স অন সেন্সরশিপের সম্পাদক জো গ্ল্যানভিল বলেছেন যে, "ইন্টারনেটে মুক্তবাকের চর্চার কারণে প্রহরতার বিরুদ্ধে এক প্রকার বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে।" আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্যগত মানদন্ড অনুযায়ী বাকস্বাধীনতার একটি অংশ হিসেবে অভিব্যক্তিকে ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশকে ধরা হয়। ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কনগ্রেস ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফিককে নিয়ন্ত্রণের জন্য Communications Decency Act (CDA) নামক প্রথম বৃহত্তর পদক্ষেপ নেয়। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট *Reno v. ACLU* এর ক্ষেত্রে মাইলফলক সাইবার আইনকে আংশিকভাবে সংশোধন করে।[৩৫] তিনজন ফেডারেল বিচারকের একজন স্টুয়ার্ট আর. ডালজেল CDA কে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা দেন। তিনি তার মতামতে বলেন:[৩৬]

ইন্টারনেট হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা ধীরে ধীরে সংবাদপত্র, ভিলেজ গ্রিন অথবা মেইল থেকেও বিস্তৃত হচ্ছে। এই সিডিস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যে কণ্ঠস্বর তা রোধ করছে। এটা সাংবিধানিক ভাবে অসহনীয় পরিস্থিতি। ইন্টারনেটে কিছু আলোচনার সীমা কতটুকু হতে পারে, তা নিশ্চিত ভাবে পরীক্ষা করা উচিত। ইন্টারনেটে থাকা বিষয় গুলো অপরিশোধিত, অমার্জিত এবং অপ্রচলিত হতে পারে, যা অনুভূতিকে আঘাত করতে পারে, যৌনতার বিষয়কে উস্কে দিতে পারে, হতে পারে অভব্য বিষয় দ্বারা পরিপুর্ণ- এককথায় অশোভন। কিন্তু আমরা এটা আশা করতেই পারি, সমাজের প্রতিটা শ্রেণির মানুষের কথা বলার জন্য মাধ্যম থাকতে হবে। মানুষের এই স্বায়ত্তশাসনকে আমাদের রক্ষা করতে হবে[...]। আমি আমার বিশ্লেষণ থেকে এটা বলছি না, সরকারকে শিশুদের বিপজ্জনক ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকার শিশুদের পর্নোগ্রাফি থেকে দুরে রাখতে আইনগত সকল ব্যবস্থা নিতে পারে। [...] শিক্ষা ব্যবস্থায় এই নব মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদ বিবরণ থাকা উচিত। যা সরকার নিজেই দায়িত্ব নিতে পারে। [

তথ্যের স্বাধীনতা

তথ্যের স্বাধীনতা হচ্ছে বাকস্বাধীনতারই একটি সংযোজিত রুপ। যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তথ্যের স্বাধীনতাকে ইন্টারনেট ও ইনফরমেশন টেকনোলজিতে নিরাপত্তার অধিকার হিসেবে সুচিত করা হয়। বাকস্বাধীনতার সাথে সাথে নিরাপত্তার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং তথ্যের স্বাধীনতা এই অধিকারেরই বিস্তৃত রুপ। তথ্যের স্বাধীনতা ইনফরমেশন টেকনোলজি পাঠে (ওয়েব কন্টেন্টে বাধা অথবা প্রহরতা ছাড়া প্রবেশের সক্ষমতা) প্রহরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

কানাডার অন্টারিওর ফ্রিডম অব ইনফরমেশন & প্রটেকশন অব প্রাইভেসি এক্ট দ্বারা বিশদভাবে নিয়ন্ত্রিত।

ইন্টারনেট প্রহরতা

রাজ্যের ইন্টারনেটে নজরদারী, প্রহরতা সৃষ্টি, বা নিরীক্ষণের জন্য **তথ্যের স্বাধীনতার** ধারণাটির প্রবর্তন ঘটেছে। ইন্টারনেট প্রহরতা বলতে বুঝানো হয়, ইন্টারনেটে কোনো তথ্য প্রকাশ বা সাইটে প্রবেশ করাকে নিয়ন্ত্রণ করা।**গ্লোবাল ইন্টারনেট ফ্রিডম কন্সোর্টিয়াম** এই ধরনের ব্লক সাইটে প্রবেশ করতে নানান ধরনের সাহায্য করে।[1] **রিপোর্টাস উইথ আউট বর্ডার্সের** (RWB) মতে নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলো ইন্টারনেট প্রহরতা মাত্রাতিরিক্ত হারে সৃষ্টি করে; এবং এরা ইন্টারনেটের শত্রু: **চীন**, **কিউবা**, **ইরান**, **মায়ানমার**.